তারিখ ... 21 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

দৈনিক আমাদের সময়

অবকাঠামোহীন কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর

শিক্ষক সংকট মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অন্তরায়

এম এইচ রবিন ●

উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়া শিক্ষার্থীদের ঠাঁই মেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোয়। এসব কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে, যা মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অন্তরায়। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক (৪৮ শতাংশ) অধিভুক্ত কলেজগুলোয় পড়ছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি কলেজ আছে ২ হাজার ১৫৪টি। এর মধ্যে ৩১৮টি সরকারি কলেজ। স্নাতক (সম্মান) পড়ানো ১৮১টি সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ ২৬ হাজার। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে সম্মান পড়ানো কলেজের সংখ্যা ৫৫৭টি। তবে সরকারি কলেজের পরিসংখ্যান এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

শিক্ষক সংকট মানসম্মত উচ্চশিক্ষার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। কারণ নতুন জাতীয়করণ হয়েছে কিছু কলেজ। জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় আছে ১৯৯টি কলেজ। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এ বছর পাস করেছে ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন। শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগেরই প্রথম টার্গেট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন খুবই সীমিত। ফলে এবার উচ্চশিক্ষার ভর্তি আসন নিয়েই মূল লড়াইয়ে নামবে শিক্ষার্থীরা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর একদল শিক্ষার্থী অভিভাবক বেছে নেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে। এসব প্রতিষ্ঠানে খরচের প্রতিযোগিতায় যারা সামর্থ্যহীন হন, তাদের ভরসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি এবং বেসরকারি কলেজগুলো। এসব কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠদান লেখাপড়ার মান প্রশ্নবিদ্ধ সরকারের কাছেই।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে দেশে ৩১৮টি সরকারি কলেজে ১২ লাখ ৯০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব কলেজে শিক্ষক রয়েছেন ১৪ হাজার ৮২০ জন। অর্থাৎ ৮৭ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে আছেন গড়ে মাত্র একজন শিক্ষক। যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে শিক্ষক বৃদ্ধি করা জরুরি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১৪ হাজার ৮২০ শিক্ষক থেকে ১০ হাজার ১৪৭ জন বাড়িয়ে ২৪ হাজার ৯৬৭ জন করার। এর মধ্যে অধ্যাপক রয়েছেন ৫০৩ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ২ হাজার ৬০৬ জনের; সহযোগী অধ্যাপক রয়েছেন ২ হাজার ২০১ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ৫ হাজার ৭৯৪ জনের; সহকারী অধ্যাপক রয়েছেন ৪ হাজার ১৮৮ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ৭ হাজার ৯২৮ জনের এবং প্রভাষক হিসেবে রয়েছেন ৭ হাজার ৯২৮ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ৮ হাজার ৫১৭ জনের। আরও বলা হয়, বর্তমানে সরকারি কলেজগুলোয় ৬৭টি বিষয়ে পাঠ দান করা হয়। আরও ৪৫টি বিষয় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন করে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা বিষয়গুলোর জন্য ২ হাজার ৩২৫ জন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এর মধ্যে অধ্যাপক ২২৭ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৪৬৫ জন, সহকারী অধ্যাপক ৭২৬ জন এবং প্রভাষক ৯০৭ জন।

উল্লিখিত প্রসঙ্গে মাউশির কলেজ ও প্রশাসন অনুবিভাগের পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ শামছুল হুদা গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এরপরও এত এত শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করেছে। এদের উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন নেই। এরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিছু এবং বাকিরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোয় ভর্তি হয়। তবে আমরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি। ধীরে ধীরে অবকাঠামো সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে। শিক্ষক সঙ্কট নিরসনের জন্য পর্যায়ক্রমে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে একটি করে সরকারি করার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি পর্যায়ক্রমে লেখাপড়ার মানও বাড়বে।

এদিকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখভাল করার দায়িত্ব থাকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বলছে ভিন্ন কথা। কমিশন উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত কারার পক্ষে মত দিয়েছে।

ইউজিসির সুপারিশ হচ্ছে– চার বছরমেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি 'প্রান্তিক ডিগ্রি' হিসেবে গণ্য করা হয়। এজন্য মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষা-কার্যক্রম কেবল বাছাইকৃত মেধাবী স্নাতকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা কাম্য। কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই এই নীতি অনুসরণ করছে না। ফলে মাস্টার্স পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। সত্যিকারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চমানের শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মনে করছে কমিশন। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী অনেক বেড়েছে। এদের শিক্ষার সুযোগ তো আমাদের দিতে হবে। এখন অবকাঠামো নেই। এর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কলেজগুলোর লেখাপড়া কী হচ্ছে, না হচ্ছে– এসব দেখার দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। তারা কী করছে? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কেন উচ্চশিক্ষার সুযোগ কমানোর পক্ষে। তারাও সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক। তাদেরও উচিত লেখাপড়ার মান বাড়ানোর জন্য মনোযোগী হওয়া।